এম,এস,এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত
রেবা ফিল্মস্-এর
পাকাদেখা
পরিচালনা
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
সংগীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

এম. এস. এণ্টারপ্রাইজ নিবেদিত

রেবা ফিল্মস্-এর

পাকাদেখা

বনফুলের "নব সংস্করণ" অবলম্বনে

কাহিনী-সম্প্রসারণ ঃ
রবি ঘোষ

চিত্রনাট্য-পরিচালনা ঃ
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সংগীত ঃ
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রযোজনা ঃ
মোহন মল্লিক / সোমনাথ রায়

প্রযোজনায় উপদেষ্টা ঃ
রঞ্জিৎ কুমার মিত্র

চিত্রগ্রহণ ঃ পিন্টু দাশগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ কালীপ্রসাদ রায়
শিল্পনির্দ্দেশনা ঃ রবি চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা ঃ গৌর দাস
সাজসজ্জা ঃ দাশরথী দাস
সঙ্গীত গ্রহণ ও
শব্দ পুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সহকারী ঃ বলরাম বারুই
শব্দগ্রহণ ঃ ইন্দু অধিকারী
স্থিরচিত্র ঃ এড্না লরেঞ্জ
কার্টুনচিত্র ঃ চণ্ডী লাহিড়ী
তুলসী লাহিড়ী
প্রচার ঃ সত্যজিৎ মিত্র
ব্যবস্থাপক ঃ সুরেন দাস

প্রধান সহকারী পরিচালক ঃ রঞ্জন মজুমদার
প্রধান কর্মসচিব ঃ রবীন মুখার্জী
গীতিকার ঃ বনফুল
(তুমি কেমনটি হবে প্রেয়সী আমার)
ও গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
নেপথ্যকণ্ঠে ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, সাগর সেন, সুধীন সরকার, সমরেশ রায়, প্রণব ঘোষ, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বিট্টু সমাজপতি, সংঘমিত্রা ব্যানার্জী, নীলিমা ব্যানার্জী, মালা দেবী ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী।

॥ ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত ও ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ॥

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় ঃ সনৎ মহান্তি, তাপস গুহ ● সংগীত পরিচালনায় ঃ শৈলেন রায় ● চিত্র গ্রহণ ঃ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, অলক কুণ্ডু, কেষ্ট মণ্ডল ● সম্পাদনায় ঃ স্নেহাংশু গাঙ্গুলী, মলয় ব্যানার্জী ● শিল্প নির্দ্দেশনা ঃ সুরথ দাস ● ব্যবস্থাপনায় ঃ কার্তিক বিশ্বাস ● রূপসজ্জা ঃ তারাপদ পাইন ● সাজসজ্জা ঃ কানাই দাস ● শব্দগ্রহন ঃ পাঁচু মণ্ডল, অজয় অধিকারী।

আলোক সম্পাতে ঃ হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর, অবনী, সুদর্শন পরেশ, সুনীল, কৃষ্ণা।

পরিস্ফুটনে ঃ কমল দাস, জ্ঞান মুখার্জী, স্বপন নন্দী, সুনীল ব্যানার্জী, কালীপদ বসু, বাবাজী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ, বীরভূম ॥ অফিসার ইনচার্জ, বোলপুর থানা ॥ ডাঃ সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, বোলপুর কলেজ ॥ বোলপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ ॥ অমর নান ॥ জ্যোতিবিকাশ সেনগুপ্ত অজিত কুমার মৈত্র ॥ কালীপদ দাস ॥ নব কুমার মুখার্জী ॥ বীথিকা মুখার্জী (শান্তিনিকেতন) গৌতম চৌধুরী (ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া)।

॥ এই ছবির গানের রেকর্ড ঃ গাথানী রেকর্ড কোং এবং তাঁদের সমস্ত ডিলারের দোকানে পাওয়া যাবে ॥

বিশ্ব-পরিবেশনা :

এম. এস. এণ্টারপ্রাইজ

॥কাহিনী॥

আমরা আপনাদের এমন একটি শহরের গল্প বলছি যেখানকার পুলিশ অফিসারের দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সেই শহরে কোন চুরি ডাকাতি হয় না, ফলে থানায় কোন কাজ নেই।

স্বয়ং পুলিশ অফিসার গণেশ রক্ষিত একজন দাড়িওলা তান্ত্রিকের সংগে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেন। অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ অফিসার সুখময়বাবু আকাট-বেরসিক অফিসার ভুজঙ্গর সংগে রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন আর ওদিকে থানার অবশিষ্ট কনেষ্টবলরা তুলসীদাসের রামায়ণ নিয়ে রাতদিন তুলসীদাসের ভজনগানে মত্ত। আর পুলিশ অফিসার মিষ্টার রক্ষিতের একমাত্র যুবতী কন্যা অপর্ণা সেই সুযোগে চুটিয়ে প্রেম করছে। কিন্তু কার সঙ্গে? সেইটিই তো সাসপেন্স। ক্রাইম ড্রামায় যেমন কে খুন করেছে, তাকে ধরাটাই আসল সাসপেন্স, তেমনি আমাদের 'পাকা দেখা' গল্পে কে অপর্ণার যথার্থ প্রেমিক, তাকে খুঁজে বার করতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।

ঘটনাটা চরমে পৌঁছুল অপর্ণার পাকা দেখার দিন। পুলিশ অফিসার মিষ্টার রক্ষিত খুবই মাতৃভক্ত। মায়ের ইচ্ছানুযায়ী পালটি ঘরে বর্ধমানের দুঁদে উকিল অতুল রায়ের ছেলের সংগে বিয়ে ঠিক করে পাকা দেখার দিন স্থির করে ফেলেছেন।

আজ অপর্ণার পাকাদেখা। এলাহি ব্যবস্থা করেছেন মিষ্টার রক্ষিত। কলকাতা থেকে এক নামকরা ক্যাটারার নাইনটি-নাইন আইটেমের খাবার নিয়ে আসছে। পাত্রের বাবা, মা, স্থানীয় বুর্জ্জুয়া ঝুনঝুনওয়ালা ও তাঁদের পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় মেয়েকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। এদিকে কাল বিকেল থেকে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত খবর পাওয়া গেল অপর্ণা বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ। রক্ষিত পাগলের মত সারা শহর

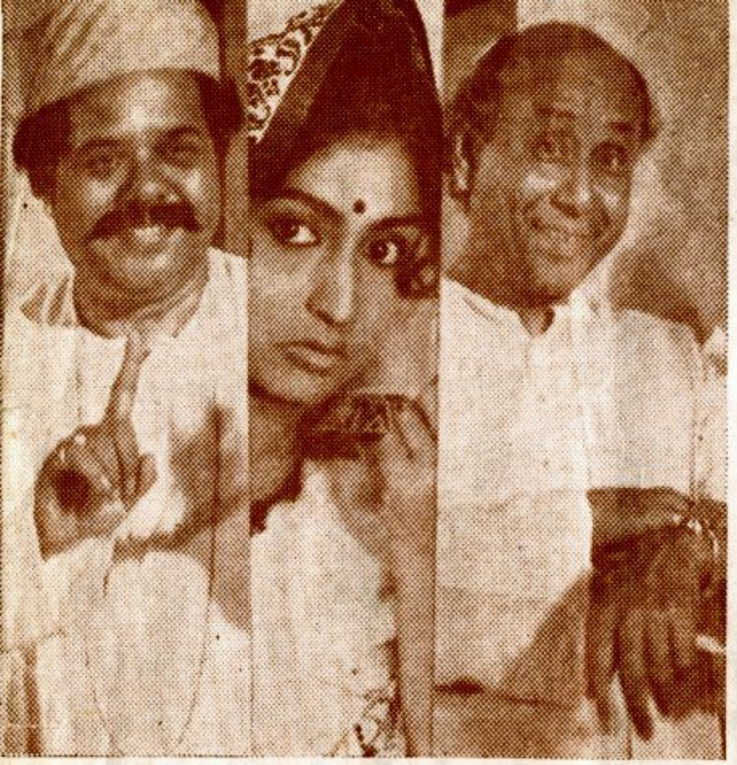

তোলপাড় করে মেয়েকে খুঁজছেন, কিন্তু কোন হদিশ করতে পারছেন না। শেষ পর্য্যন্ত অপর্ণার শোবার ঘরে একটা ছোট সুটকেশ থেকে এক গুচ্ছ প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন রক্ষিত। কলেজের যে ছেলে অপর্ণাকে ঐসব প্রেমপত্র লিখেছে, তাদের মধ্যে জ্যোৎস্নাভূষণ, বিহঙ্গম, ইন্দ্রলাল ও অমিয়কে অ্যারেস্ট করে হাজতে পুরে ফেললেন মিস্টার রক্ষিত। এদের জেরা করতে গিয়ে রক্ষিত দেখলেন, জ্যোৎস্নাভূষণ রামভীতু, বিহঙ্গম অতীব ফক্কড়, ইন্দ্রলাল ন্যাকা কবি, আর অমিয়টা গোঁয়ার-গোবিন্দ এবং সাংঘাতিক প্রকৃতির। থানার লক-আপ থেকে বার করার সময় অমিয় হঠাৎ পুলিশের হাত ছটকে পালায়। চারদিক থেকে ধর ধর রবের মাঝে মিস্টার রক্ষিত জিপ-ভ্যান নিয়ে অমিয়র পেছনে ছুটলেন। অবশেষে অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর মেয়ে হোস্টেলে গিয়ে অমিয়কে ধরা হল। কিন্তু সত্যিকারের কে প্রেমিক তা তো ঠিক বোঝা গেল না! অমিয় খালি গম্ভীরভাবে রক্ষিতকে ঝাঁঝিয়ে বললে—'আপনার মেয়েকে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে পেয়ে যাবেন। অমিয়র কথা মোটেও বিশ্বাস করলেন না রক্ষিত। মেয়েরও কোন পাত্তা পাওয়া গেলনা।

আমরা কিন্তু মেয়ের মানে অপর্ণার পাত্তা পেয়েছি। অপর্ণা বহাল তবিয়তেই নিজের বাড়ীতে লুকিয়ে আছে। অবশ্য এই আত্মগোপনে মেয়ের মায়ের হাত আছে। কিন্তু যার হাত এই মেয়ের পাণি গ্রহণ করবে, তার সন্ধান এখনও আমরা পাই নি। সেই দাড়িওয়ালা তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রক্ষিতের হাত দেখে বলেছিল—আপনার মেয়ের বিয়েতে বাধা হবে। রক্ষিত এর জবাবে বলেছিল—'আই ডোন্ট্ কেয়ার বাধা'। কিন্তু সাতটা নাগাদ যখন পাত্রপক্ষেরা হাজির হল, তখন সত্যিই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ওদিকে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত ডি আই. জি এসে হাজির ইন্সপেকশনে। বাঘের মতন গণেশ রক্ষিতের অবস্থা তখন ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছে।

শেষ পর্য্যন্ত অপর্ণার পাকা দেখা হবে তো?

: বিভিন্ন চরিত্রে :

উৎপল দত্ত ॥ রবি ঘোষ ॥ সন্তোষ দত্ত ॥ তরুণ কুমার ॥ রেবা দেবী ॥ শোভা সেন মহুয়া রায়চৌধুরী ॥ ইন্দুলেখা চ্যাটার্জী ॥ বনানী চৌধুরী ॥ এন. বিশ্বনাথন ॥ হরিধন মুখার্জী ॥ শৈলেন মুখার্জী ॥ উজ্জ্বল সেনগুপ্ত ॥ রাজকুমার ॥ কৌশিক ব্যানার্জী ॥ গৌতম চক্রবর্তী ॥ মোহন মল্লিক ॥ কামু মুখার্জী ॥ শম্ভু ভট্টাচার্য্য ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ অর্ণব বসু ॥ দুর্গাদাস ব্যানার্জী ॥ খগেশ চক্রবর্তী ॥ গৌতম মিত্র ॥ সমীর মুখার্জী ॥ কল্যাণী অধিকারী ॥ তপতী ভট্টাচার্য্য ॥ পূর্ণিমা রায় ॥ ধরিত্রী মুখার্জী ॥ কুমকুম দাস রাজকুমার লাহিড়ী ॥ রথীন বসু ॥ নিমাই ঘোষ ॥ পরিতোষ রায় ॥ শান্তি চ্যাটার্জী মধু ঘোষাল ॥ ডাঃ বলাই দাস ॥ রবীন মুখার্জী ॥ জগদীশ মণ্ডল ॥ দীপেন আচার্য্য প্রবীর ভট্টাচার্য্য ॥ গৌর মোহন কুমার ॥ শচীন মুখার্জী ॥ প্রভাস মুখার্জী ॥ কেবল রাম মিহির ॥ সত্য ॥ ক্ষেত্র ॥ সোমনাথ ॥ গোপাল প্রভৃতি।

॥ গান ॥

(১)

আমি দেখেছিরে তায়
গৌরবরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়।
তার হরি বলতে নয়ন ঝরে
আপনি কেঁদে কাঁদায় পরে
তার রূপে ভুবন পাগল করে
কোন সে অমরায়।
গৌরবরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়—
হেরিয়া গগন মেলা নবজলধর
মেঘেরে ডাকিয়া বলে, হে মুরলীধর
দেখা যদি নাহি দেবে
কেন-কেন-কেন বাজালে বাঁশী
কেন বাজালে বাঁশী।
তুমি কি জানো না নাথ, আমি তব দাসী
বলিতে বলিতে গোরা ভূমেতে মূরছা যায়
কোন সে অমরায়।
গৌরবরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়।

———

(২)

যদি চাও জানতে আমরা কারা
একদল ছিন্নবাধা ছন্নছাড়া
আমাদের অন্ন বিনা চর্ম্ম দড়ি
তৈল বিনা গায়ে খড়ি
উড়োনচণ্ডী দিশেহারা আমরা কারা?
তোমার জন্যে কি না পারি—
কি পার?
যদি আদেশ কর পারি আমি
আগুনে ঝাঁপ দিতে—
যদি পুড়েই মর তাতে আর লাভটা কি?
যদি বলো আমায়
পারি আমি সাগরে লাফ দিতে—
যদি ডুবেই মর তাতে আর লাভটা কি?
তোমার জন্যে উপড়ে দিতে পারি
চোখের দুটি তারা—
যদি চাও জানতে আমরা কারা
তুমি বললে বিষও খাবো
মরতে তো নেই দ্বিধা
তাতে প্রেমের সার্টিফিকেট পেতে
অনেক অসুবিধা।
তোমার জন্যে মজনু হবো
পাগল প্রেমের ঝোঁকে
তোমাদের কষ্টে আমার দুঃখ হচ্ছে
কিন্তু জল নেই তো চোখে
আজ সত্যিকারের ভালোবাসা নেই তো পৃথিবীতে
মনই হলো ভালোবাসা, তাকে যে হয় চিনে নিতে
আজও প্রেমেরই জয় গায় পাখী ফুল
নদী আর ঝর্ণা ধারা—
আ—আ—আ—আ—

———

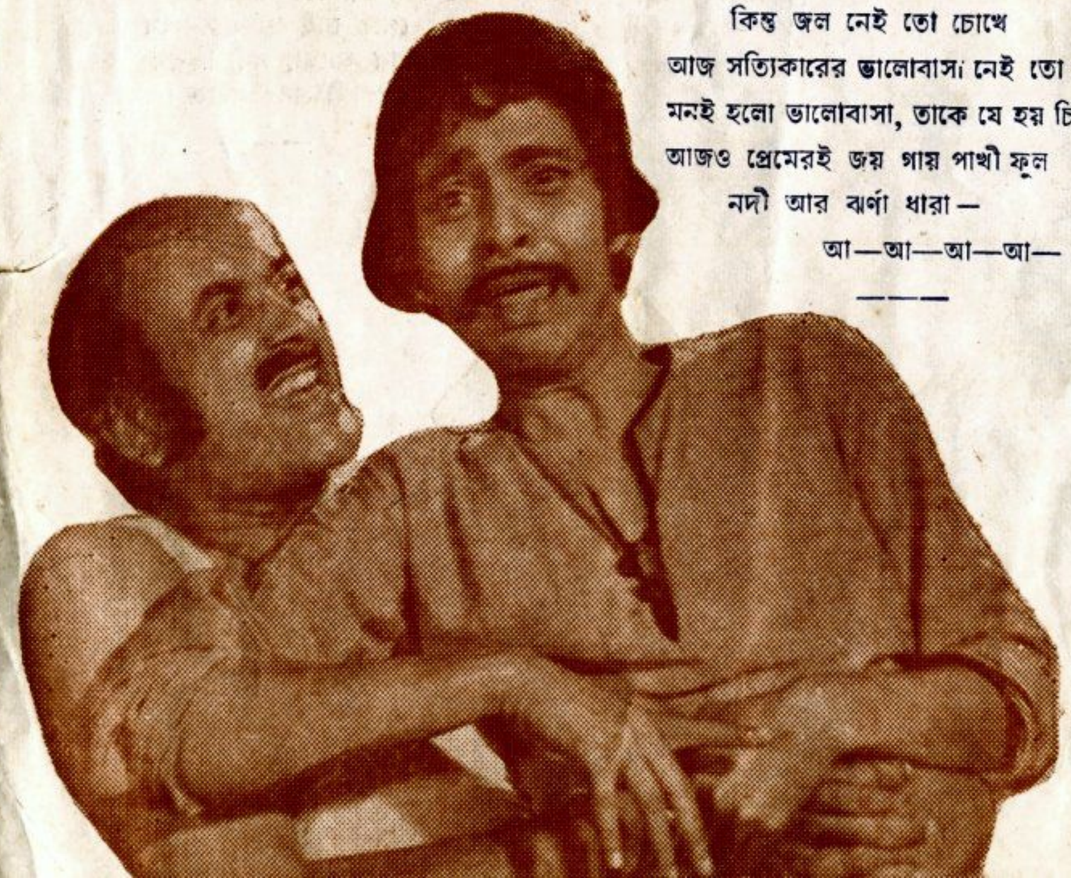

(৩)

রামরূপু অরুসিয় ছবি দেখেঁ
নর নারিন পরিহরিঁ নিমেষেঁ
সোচহিঁ সকল কহত সকু চাহিঁ
বিধি সন বিনয় করহিঁ মন মাহীঁ
জয় জয় রাম সীয়া রাম
হরু বিধি বেগি জনক জড়তাই
মতি হমারি অসি দেহি সুহাঈ
বিনু বিচার পনু তজি নরনাহু
সীয়া রাম কর কহৈ বিবাহু–
জয় জয় রাম সীয়া রাম
জগু ভল কহিহি ভাব সব কাহু
হঠ কিহেঁ অন্তহুঁ উর দাহু
এহিঁ লালসাঁ মগন সব লোগু
বরু সাবরো জানকী জোগু
জয় জয় রাম সীয়া রাম ॥

———

(৪)

তুমি কেমনটি হবে প্রেয়সী আমার
শোনো গো দিচ্ছি তালিকা
আর যাই হও,
দেখো যেন সই
হয়ো না নেহাত বালিকা
বহুদিন হতে চিত্ত আমার
রয়েছে যে হায় উপোসী
প্রথমত তুমি কিশোরী হবে গো
দ্বিতীয়ত হবে রূপসী
হবে তুমি মোর ধনী শ্বশুরের
একটি মাত্র মেয়ে গো
যেতে পারি যাতে ভরা পাল তুলে
জীবন তরণী বেয়ে গো!
ধনীর দুহিতা হবেই বটে তুমি
মাখবে সাবান আঁতরও
বাসন মাজতে কিন্তু গো সই
হতে পাবেনাতো কাতরও
বাসন মাজবে, পিয়ানো বাজাবে
মাঝামাঝি হবে সাইজে
রাঁধতে পারবে, নভেল পড়বে
এমনটি আমি চাই যে–
লাবণ্যে তুমি বাঙালী হবে গো,
বীরত্বে হবে রাজপুত
আঙুরের মত কোমল অথচ
বেলের মত মজবুত
বিলাসেতে তুমি ফরাসিনী হবে
বেগমটি হবে কায়দায়
অথচ আবার বাঙালীটি হবে
ঠোঁট ফোলা সেই বায়নায়
অল্প কথায় তোমারই মধ্যে
পেতে চাই আমি সব যে
জ্যোছনার আলো, সূর্য্য কিরণ
গোলাপী এবং সবজে।

———

(৫)

ভানুর পাশে চন্দ্র যেমন
দিনের পাশে রাত, তেমনি
রাইকিশোরী তার পাশে যে কানুরাধা নাথ।

যেমন হলো আলো আঁধার
তেমনি যে মিল কৃষ্ণ রাধার
একই মুখে দুচোখ দুজন একদেহে দুহাত।

তেমনি রাইকিশোরী, তার পাশে যে
কানু রাধা নাম।

ভালবাসার প্রতীক দুজন
মন করে তাদের ভজন পূজন
কৃষ্ণ রাধার শুভ নামে

মন চলে যায় শান্তিধামে
কৃষ্ণ রাধার চরণ পদ্মে
সদা করি প্রণিপাত
রাইকিশোরী তার পাশে যে কানুরাধা নাথ।

.....

এম.এস.এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত

বিজলী চিন্নম্ প্রযোজিত

পরিচালনা:

অমর ভট্টাচার্য্য

সংগীত:

সঞ্জয় দাশগুপ্ত